ণত্ব ও ষত্ব বিধান ৬

লেখার ব্যাপারে বানানের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা অপরিহার্য। বানানের বৈশিষ্ট্য জানা থাকলে এ ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

বাংলা ভাষায় শব্দের বানান এক রীতিতে গড়ে ওঠেনি। উচ্চারণের সাথে মিল রেখে বানানের নিয়ম তৈরি হলেও বাংলা ভাষায় নিজের বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন কোন বর্ণের সঠিক উচ্চারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন—প বর্গের 'ব' এবং অন্তঃস্থ 'ব'-এর উচ্চারণের কোন পার্থক্য নেই। তেমনি ণ-এর নিজের উচ্চারণ এখনও বাংলায় জানা নেই। যেসব সংস্কৃত শব্দে ণ ছিল সেসব শব্দ বাংলায় লেখার সময় ণ-এর ব্যবহার চলে এসেছে। মূল সংস্কৃত ভাষায় এর উচ্চারণের রীতি ছিল, কিন্তু বাংলা ভাষায় এসে তা লোপ পেয়ে গেছে। তবে সংস্কৃত শব্দ বাংলায় লেখার সময় সংস্কৃত বানান রীতি মেনে চলতে হয় বলে সে সম্পর্কে রীতিনীতি জানা দরকার। খাঁটি বাংলা শব্দে এবং বাংলায় ব্যবহৃত বিদেশী শব্দে 'ণ'-এর ব্যবহার নেই, সেখানে 'ন' ব্যবহার করাই রীতি। সংস্কৃত শব্দে যেখানে 'ণ' আছে সেখানে তা মেনে নেওয়া উচিত। শব্দের বানানে 'ণ' ব্যবহারের নিয়মই হল **ণত্ব বিধান**।

শ, ষ, স—এই তিন বর্ণের ব্যাপারে কিছু সমস্যা আছে। বাংলা ভাষায় এসব বর্ণের উচ্চারণ শুধু 'শ' দিয়েই করা হয়। সংস্কৃত বানানে শ, ষ, স-এর আলাদা মর্যাদা আছে। সংস্কৃত অনুকরণে বাংলায় অনেকে 'ষ' ব্যবহার করেন। কিন্তু খাঁটি বাংলা শব্দে ও বিদেশী শব্দে 'ষ' না লিখে উচ্চারণ অনুসারে 'স' বা 'শ' লেখা উচিত। বাংলা ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের শ, ষ, স-এর প্রয়োগ সংস্কৃত রীতি অনুসরণে করা প্রয়োজন। শব্দের বানানে 'ষ' ব্যবহারের রীতি **ষত্ব বিধান**।

ণত্ব বিধান

যে বিধান বা নিয়মের সাহায্যে মূর্ধন্য ণ-এর সঠিক ব্যবহার জানা যায় তাকে **ণত্ব বিধান** বলে। সংস্কৃত শব্দের বানানে যেখানে মূর্ধন্য ণ আছে বাংলা ভাষায় ব্যবহারের সময় সেসব শব্দে মূর্ধন্য ণ ব্যবহার করাই উচিত। সংস্কৃত ভাষায় ন-এর 'ণ'-তে পরিণত হওয়ার যে নিয়ম সেই ণত্ব বিধানগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। একই শব্দের ঋ, র, ষ-বর্ণের পরের দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন— ঋণ, রণ, বর্ণ ইত্যাদি।

২। একই শব্দের মধ্যে ঋ, র, ষ বর্ণের পর স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য, ব, হ অথবা অনুস্বার থাকলে তার পরের দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন—কৃপণ, শ্রবণ, দর্পণ, হরিণ, গ্রহণ, লক্ষণ ইত্যাদি।

তবে ঋ, র, ষ—এদের পরে অন্য কোন বর্গের বর্ণ থাকলে দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয় না। যেমন— দর্শন, প্রার্থনা, রচনা ইত্যাদি।

যেখানে দুটি পদ মিলে একটি শব্দ গঠিত হয়েছে সেখানে অন্য পদের ন স্থানে ণ হয় না। যেমন— দুর্নাম, সর্বনাম, ত্রিনয়ন ইত্যাদি।

৩। ট-বর্গের পূর্বে দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন ঃ বণ্টন, লুণ্ঠন, খণ্ড ইত্যাদি।

৪। প্র, পরা, পরি, নির্—এই চারটি উপসর্গের পরের নম, নশ্, নী, নু, অন্, হন্ প্রভৃতি কয়েকটি ধাতুর দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন ঃ প্রণাম, পরিণাম, প্রণয়, নির্ণয় ইত্যাদি।

৫। হসন্ত দন্ত্য ন স্থানে মূর্ধন্য ণ হয় না। যেমন ঃ বৃন্দ, গ্রন্থন, বন্ধন ইত্যাদি।

৬। খাঁটি বাংলা ও বিদেশী শব্দে মূর্ধন্য ণ হয় না। যেমন ঃ কান, কুরআন, ইরান, লণ্ডন, ট্রেন ইত্যাদি।

৭। কতগুলো সংস্কৃত শব্দে সব সময় মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন ঃ

অণু, কঙ্কণ, কণা, কণিকা, কল্যাণ, কোণ,
গণ্য, গুণ, চিক্কণ, তূণীর, তুণ,
নিপুণ, পণ, পণ্য, পাণি, পুণ্য, ফণা,
ফণী, বণিক, বাণ, বাণিজ্য, বাণী, বীণা,
বিপণি, বেণু, ভণিতা, ভাণ, মণি, মাণিক্য, লবণ,
লাবণ্য, শাণ, শাণিত, শোণিত, শণ।

যুক্তাক্ষরে ন ও ণ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার। যেমন—

ন	মধ্যাহ্ন	সায়াহ্ন	লন্ডন
ণ	পূর্বাহ্ণ	অপরাহ্ণ	মণ্ডন

ষত্ব বিধান

যে বিধান বা নিয়মের সাহায্যে ষ ও স-এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে **ষত্ব বিধান** বলে।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের বানানে ষ ব্যবহারের নিয়মগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। ঋ-কারের পর ষ ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ ঋষি, বৃষ্টি, বৃষভ ইত্যাদি।

২। অ, আ ভিন্ন স্বর এবং ক্ ও র—এই বর্ণের পরে প্রত্যয়ের দন্ত্য স থাকলে তা মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন ঃ কল্যাণীয়েষু, ভবিষ্যৎ, মুমূর্ষু ইত্যাদি।

৩। যদি দুটি পদের মধ্যে প্রথমটির শেষে ই, উ, ঋ, ও থাকে এবং দ্বিতীয়টির আদিতে দন্ত্য স থাকে এবং এই দুটি পদ সমাসে মিলিত হয়, তাহলে দ্বিতীয় পদের আদ্য স মূর্ধন্য ষ হয়ে যায়। যেমন ঃ যুধি + স্থির = যুধিষ্ঠির, গো + স্থ = গোষ্ঠ, সু + সম = সুষম, বি + সম = বিষম ইত্যাদি।

৪। উপসর্গের ই-কার ও উ-কারের পর কতকগুলো ধাতুর দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন ঃ অধি + স্থান = অধিষ্ঠান, প্রতি + স্থিত = প্রতিষ্ঠিত, অভি + সেক = অভিষেক ইত্যাদি।

৫। সাৎ প্রত্যয়ে মূর্ধন্য ষ হয় না। যেমন ঃ ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ ইত্যাদি।

৬। ট ও ঠ বর্ণের পূর্বে মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন ঃ কাষ্ঠ, তুষ্ট, নিষ্ঠা ইত্যাদি।

৭। খাঁটি বাংলা ও বিদেশী শব্দে মূর্ধন্য ষ হয় না। যেমন ঃ ক্লাস, করিস, জিনিস, মিসর, গ্রীস ইত্যাদি।

৮। বাংলায় প্রচলিত কতিপয় সংস্কৃত শব্দে সব সময় মূর্ধন্য ষ হয়।

যেমন—

আষাঢ়, ঈষৎ, উষ্ণ, ঊষা, ঔষধ, কোষ,
কর্ষণ, ঘর্ষণ, তুষার, পুরুষ, পরুষ,
পুষ্প, প্রত্যূষ, পাষাণ, পোষ, ভূষণ,
ভাষা, ভীষণ, মহিষ, বিশেষ্য, বিশেষণ,
বৃষ, বিষ, বিষাণ, মূষিক, মেষ,
শোষণ, ষোড়শ, ষণ্ড, হর্ষ, শেষ।

মনে রাখা দরকার আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি বিদেশী ভাষা থেকে আগত শব্দে মূর্ধন্য ষ হয় না। খাঁটি বাংলা শব্দেও মূর্ধন্য ষ হয় না।

বাংলা ভাষার যেসব শব্দে ন বা ণ আছে সেসব ক্ষেত্রে ন বা ণ-র উচ্চারণে কোন প্রভেদ নেই। তবে বাংলা ভাষায় যে পঞ্চান্ন হাজার তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে তাদের উচ্চারণে দন্ত্য ন বা মূর্ধন্য ণ উচ্চারণ একই হলেও লেখার সময় ন ও ণ-এর পার্থক্য মানতে হয়। কিন্তু তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের বেলায় কেবল দন্ত্য ন ব্যবহার করতে হয়। যেমন ঃ রানা, রানী, ঝরনা, অঘ্রান, সোনা, কানা, অফুরান, কোরান, কুর্নিশ, গর্দান, ফরমান, পরান, পুরানো, জাফরান, ট্রেন, রানার, গভর্নমেন্ট, লন্ডন ইত্যাদি।

কতকগুলো তদ্ভব শব্দে ন ও ণ দু-ই ব্যবহৃত হত। যেমন— রাণী ও রানী, সোণা ও সোনা, পরণ ও পরন, কাণ ও কান ইত্যাদি। বর্তমানে এসব ক্ষেত্রে ণ না লিখে ন লেখাকে সঠিক বলে বিবেচনা করা হয় এবং এসব ক্ষেত্রে ন-ই লেখা হয়।

আবার ণত্ব বিধানের অনুকরণে কিছু বিদেশী শব্দে ন-এর বদলে ণ ব্যবহৃত হত। যেমন ঃ কোরাণ, কুর্ণিশ, ট্রেণ, রিপণ, জার্মাণ, লণ্ডন, রোমাণ্টিক ইত্যাদি। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে ন ব্যবহারই ঠিক। তাই আজকাল এসব বানানে ন ব্যবহৃত হয়। আগে ছাপাখানায় ট-বর্গের বর্ণের সঙ্গে যুক্তাক্ষরে শুধু ণ ব্যবহৃত হত বলে বিদেশী শব্দের বানানে ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড ব্যবহৃত হত। যেমন ঃ লণ্ডন, ইংলণ্ড, কণ্ট্রাক্টর ইত্যাদি। এখন ছাপার সে সমস্যা না থাকায় ণ না হয়ে ন ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন ঃ লন্ডন, বন্ড।

কিছু সংখ্যক অ-সংস্কৃত শব্দে সংস্কৃতের অনুকরণে ষ ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ 'আমিষ' শব্দের অনুকরণে 'আঁষ', 'মহিষ' শব্দের অনুকরণে 'ভয়ষা' ইত্যাদি।

আবার কিছু বিদেশী শব্দে সংস্কৃতের অনুকরণে 'ষ' ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ ষ্টল, ষ্ট্রীট, ষ্টেশন, ষ্টীল, ষ্টীমার, কাষ্টিং, কষ্টিং ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে ষ নয়, স-ই ব্যবহার করা ঠিক। বর্তমানে 'স' ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন ঃ স্টল, স্ট্রীট, স্টেশন, স্টীল, স্টীমার, কাস্টিং, কস্টিং ইত্যাদি। আগে ছাপার জন্য ট-র সঙ্গে যুক্তাক্ষরে ষ যুক্ত অক্ষর থাকায় এমন হয়েছিল। বর্তমানে ছাপার বিস্ময়কর অগ্রগতির প্রেক্ষিতে বিদেশী শব্দের যুক্তাক্ষরে স ব্যবহার সহজ হয়েছে।

অনুশীলনী

১। তৎসম শব্দের কোথায় 'ণ' ও কোথায় 'ষ' হয় তা উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

২। বাংলা ভাষায় 'ণত্ব' বিধান বলতে কি বোঝায় উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৩। ষ-ত্ব বিধান বলতে কি বোঝায় দৃষ্টান্তসহ আলোচনা কর।

৪। ণত্ব বিধান কাকে বলে ? ণত্ব-বিধানের নিয়মগুলো কি ?

৫। ণত্ব বিধানের সংজ্ঞাসহ নিয়মগুলো লেখ।

৬। ষত্ব বিধানের নিয়মগুলো লেখ।

৭। ণত্ব ও ষত্ব বিধান বলতে কি বোঝ ? তিনটি ণত্ব ও দুটি ষত্ব বিধান উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৮। ণত্ব বিধান কাকে বলে ? উদাহরণসহ ণত্ব বিধানের সূত্রগুলো উল্লেখ কর। বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে কি ?